যুগান্তর

তারিখ ১০ AUG 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

আড়াই হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ : ক্ষতি ২২ কোটি টাকা

যুগান্তর রিপোর্ট

বন্যায় দেশের ২০ জেলায় বিভিন্ন পর্যায়ের আড়াই হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রায় সবই পানিবন্দি এবং বন্ধ। বেসরকারি হিসাবে এখন পর্যন্ত এসব প্রতিষ্ঠানে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২২ কোটি টাকা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাইস্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা আছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) মহাপরিচালক মো. আলমগীর মঙ্গলবার রাতে বলেন, আমাদের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী প্রায় দেড় হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখন পর্যন্ত নিরূপণ করা যায়নি। পানি নামলে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হবে।

২০ জেলায় বন্যা

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান যুগান্তরকে বলেন, সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী আমাদের ৯৩১টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান কোথাও আংশিক আবার কোথাও পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিরূপণ করে জানাতে আঞ্চলিক পরিচালকদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তবে মাউশি ও ডিপিইর দায়িত্বশীল সূত্রগুলো জানিয়েছে, বেসরকারিভাবে তারা এসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির পরিমাণ তুলে এনেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১২ কোটি টাকা। বাকিটা মাউশির অধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির পরিমাণ। প্রতিদিন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলের সংখ্যা বাড়ছে বলেও সূত্রগুলো জানিয়েছে।

সূত্র জানায়, গত সোমবার পর্যন্ত কুড়িগ্রাম, রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা, শেরপুর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, মাদারীপুর, টাঙ্গাইল, শরিয়তপুর, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও সুনামগঞ্জসহ ২০ জেলার পানিতে ডোবা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তথ্য ডিপিইতে পৌঁছেছে। এসব জেলায় দেড় হাজার স্কুল বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়ায় বন্ধ রয়েছে ক্লাস ও পরীক্ষা। ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

আড়াই হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা চলার কথা থাকলেও তা সম্ভব হচ্ছে না। এ ব্যাপারে ডিপিই মহাপরিচালক বলেন, এসব প্রতিষ্ঠান পারলে পার্শ্ববর্তী প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা নেবে। নইলে পরে সুবিধাজনক সময়ে পরীক্ষা নেবে।

অন্যদিকে, ২০ জেলায় মাউশির ৯৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্যার কারণে বন্ধ আছে। ফলে লেখাপড়াও বন্ধ। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জামালপুরে সবচেয়ে বেশি ২২৮টি। এছাড়া টাঙ্গাইলে ১৪৭টি, কুড়িগ্রামে ১০০টি, মানিকগঞ্জে ৯০টি এবং সিরাজগঞ্জে ১৬০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মাউশি মহাপরিচালক যুগান্তরকে বলেন, লেখাপড়ার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বন্যার পানি চলে গেলে আক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য বাড়তি ক্লাসের ব্যবস্থা করতে আমরা নির্দেশনা দিয়েছি।